

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী

(পূজাপদ্ধতি, ধ্যান, ত্রাণাম, পুষ্পাজলী ও ফর্দমালা সহ)

পণ্ডিত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিরচিত

ও

শ্রীশক্তিপদ চক্রবর্তী সংকলিত

॥ পরিবেশক ॥

নারায়ণ পুস্তকালয়

৩/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-৭৩

মূল্য—২.০০ টাকা

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী

ফর্দমালা—সিদ্ধি, সিন্দুর, ঘট ১, আত্মপল্লব ১, সশীষ ডাব ১, পিড়ে বা চৌকী ১, পাতন বস্ত্র ১, তীর কাঠি ৪, সাদা সূতা, পৈতা ৫, ছুরি ১, তিল, হরিতকী, পান ২৫, সুপারী ২৫, কাঁটালী কলা ৫৫, কড়ি ২৫, তোড়া ৫, পতাকা ৫, পূজার বস্ত্র অভাবে গামছা ১, বিষ্ণুর জোড় ১, আসনাস্থরীয় ১, মধুপর্কের বাটি ১, মধু, ধূপ, প্রদীপ, ধূনা, পুষ্পমালা বড় ১, ছোট ৫, পুষ্প, তুলসী, বিষ্ণুপত্র, দূর্বা, দধি, ঘৃত, চিনি, উপকরণাদি, নৈবেদ্য ১, কুচা নৈবেদ্য ১, গোময়, গোচনা, কাঁচা সিনি—আটা বা শালি চূর্ণ ১ কিঃ ২৫০ গ্রাঃ, আখের গুড় বা চিনি ১ কিঃ ২৫০ গ্রাঃ, দুগ্ধ ১ কিঃ ২৫০ গ্রাঃ, ক্ষীর (খোয়া), নারিকেল কোরা, কিসমিস, বাদাম, পেস্তা। পাকা সিনি—সন্দেশ ১ কিঃ ২৫০ গ্রাঃ, বাতাসা ১ কিঃ ২৫০ গ্রাঃ (অশক্ত পক্ষে কাঁচা ও পাকা সিনির দ্রব্য প্রতিটি ২৫০ গ্রাঃ) সাধ্যমত দক্ষিণা ।

পূজাবিধি—পূর্ণিমা, সংক্রান্তি অথবা যে-কোন শুভদিনে সায়ংকালে (অথবা দিবাভাগে) শুদ্ধাসনে পূর্ব বা উত্তরমুখে বসিয়া কৃতনিত্যক্রিয় ব্রাহ্মণ আচমন, বিষ্ণুস্মরণ সূর্য্যার্ঘ্য ও সূর্য্যপ্রণাম পূর্বক কুশীতে আতপ চাউল বামহস্তে লইয়া দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন পূর্বক স্বস্তিবাচন করিবেন । যথা—
“ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ শ্রীমৎ সত্যনারায়ণ পূজা কর্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত ।
ইত্যাদি, অতঃপর স্ববেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত, সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠান্তে কুশীতে তিল, হরিতকী, তুলসী, সাদা পুষ্প, জল লইয়া বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন পূর্বক সঙ্কল্প করিবেন । যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদগ্ধ অমুকে মাসি, অমুকে পক্ষে, অমুক তিথৌ, অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্মা (যদি যজমানের পূজা হয়, তবে নিজ নাম উল্লেখ করার পর যজমানের নামোল্লেখ করিবেন) সর্বাপচ্ছান্তি পূর্বক সর্ব মনোগতাভীষ্ট-সিদ্ধিকামো (শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ শ্রীতিকামো বা) গণপত্যাди নানা দেবতা পূজা পূর্বকং শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা তৎ ব্রতকথা শ্রবণমহং করিষ্যে

(পরার্থে করিষ্ণামি) । অতঃপর স্ববেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত সঙ্কল্প সূক্ত পাঠপূর্বক সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, করশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধি করিয়া ঘটস্থাপন, কাণ্ডরোপণ ও সূত্রবেষ্টন মন্ত্র পাঠ পূর্বক, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গার দশোপচার বা পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া—‘এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ ।’ এইক্রমে— ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ, মৎস্তাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ । কাল্যাদি দশমহাবিভাভ্যো নমঃ । সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ । সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ । মন্ত্রে পূজা পূর্বক ‘ওঁ’ মন্ত্রে প্রাণায়াম এবং ‘সাং’ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও ‘সাং’ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস পূর্বক কুর্মমদ্রায় পুষ্পাদি লইয়া ধ্যান করিবেন ।

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের ধ্যান—“ওঁ ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয় সমন্বিতম্ । লোকনাথং ত্রিলোকেশং পীতাম্বরধরং বিভূম্ ॥ ইন্দীবরদল-শ্যামং শঙ্খচক্র গদাধরম্ । নারায়ণং চতুর্ভাং শ্রীবৎসপদভূষিতম্ । গোবিন্দং গোকুলানন্দং জগতঃ পিতরং গুরুম্ ॥”

মানসোপচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্বক গন্ধপুষ্পদ্বারা পীঠপূজা করিবেন । যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ।” এইক্রমে প্রকৃত্যৈ, কমঠায়, কূর্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, রত্নদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, রত্নসিংহাসনায়, কল্পবৃক্ষায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, ধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়, অধর্ম্মায়, দেবতাভ্যঃ, মুনিভ্যঃ, ঋষিভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ নমঃ ।” এইভাবে পূজান্তে পুনরায় ধ্যান পূর্বক ধ্যানান্তে পুষ্পটি ঘটে দিয়া “ওঁ ভূভূবঃ স্বর্ভগবান্ সত্যনারায়ণ দেব ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক (শালগ্রাম শিলায় আবাহন নাই) প্রার্থনা করিবেন । যথা—“ওঁ আগচ্ছ ভগবন্ দেব সর্বকাম ফলপ্রদ । মৎপূজন সুসিদ্ধার্থং সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ॥ অতঃপর “ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ । মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন ।

সিগ্নি নিবেদন মন্ত্র—“ওঁ সপাদং গোধুমচূর্ণং দুষ্করস্তাদিশর্করম্ ।
সঘৃতেকীকৃতং সর্বং নৈবেদ্যং গৃহ্যতাং প্রভো ॥ এতদ্ সপাদ গোধুমচূর্ণ
দুষ্করস্তা শর্করাচেকৃতনৈবেদ্যং ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ ।” মন্ত্রে নিবেদন
করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবেন ।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—“ওঁ নমস্তে বিশ্বরূপায় শঙ্খচক্রেধরায় চ । পদ্ম-
নাভায় দেবায় হৃষীকপতয়ে নমঃ ॥” এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ সত্য-
নারায়ণায় নমঃ ।” মন্ত্রে দিয়া সাধ্যমত “ওঁ সাং সত্যনারায়ণায় নমঃ” মন্ত্র
যথাসাধ্য জপ করিয়া, “গুহ্যতিগুহ্য” মন্ত্রে জপ সমর্পণ পূর্বক পাঠ করিবেন ।
যথা—“যন্ময়া ভক্তিয়োগেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ । নিবেদিতঞ্চ
নৈবেদ্যং তদগৃহাণানুকম্পয়া ॥ হৃদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে ।
গৃহাণ সুমুখোভুত্বা প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং
জনার্দন । যৎপূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে ॥” অতঃপর স্তোত্র
পাঠ করিবেন ।

স্তোত্রম্—অমোঘং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্যসূদনম্ । হৃষীকেশঃ
জগন্নাথং বাগীশং বরদায়কম্ ॥ সগুণঞ্চ গুণাতীতং গোবিন্দং গরুড়ধ্বজম্ ।
জনার্দনং জনানন্দং জানকী বল্লভং হরিম্ ॥ প্রণমামি সদা ভক্ত্যা নারায়ণ
মতঃপরম্ । দুর্গমে বিষমে ঘোরে শক্রণা পরিপীড়িতে ॥ নিস্তারয়তু
সর্বেষু তথানিষ্টভয়েষু চ । নামান্তোতানি সংকীর্ত্য ঈপ্সিতং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥

প্রণাম মন্ত্র—সত্যনারায়ণং দেবং বন্দেহং কামদং প্রভুম্ । লীলয়া
বিততং বিশ্বং যেন তস্মৈ নমো নমঃ ॥

পরে লক্ষ্মী সরস্বতীর পূজা করিয়া আরত্রিক, ব্রতকথা শ্রবণ,
দক্ষিণাভ্যু, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধানপূর্বক শান্তি আশীর্বাদ
দিবেন ।

ঐশ্বর্য

নারায়ণ নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীকৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
সত্যনারায়ণ পদ বন্দনা করিয়া ।
যত দেবগণে বন্দি ভক্তিয়ুক্ত হৈয়া ॥
কলিযুগে নারায়ণ পূজার কারণ ।
হইলেন আবির্ভূত নিত্য নিরঞ্জন ॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল মথুরেশ পুরে ।
পেটের জ্বালায় দ্বিজ নিত্য ভিক্ষা করে ॥
দুঃখেতে থাকিয়া তবু প্রফুল্লিত মন ।
দিবারাত্র ডাকে রক্ষা কর নারায়ণ ॥
একদিন সেই দ্বিজ ভ্রমিয়া নগর ।
কিছু না পাইয়া ভিক্ষা হইল কাতর ॥
বৃক্ষতলে বসি দ্বিজ কাঁদিতে লাগিল ।
তাহা দেখি নারায়ণ দয়াবিত হৈল ॥
ভক্তেরে কাতর দেখি সত্যনারায়ণ ।
ফকিরের রূপ ধরি দিল দরশন ॥
ফকির কহিল দ্বিজে শুন মহাশয় ।
কি কারণে কাঁদিতেছ বসিয়া হেথায় ॥
দ্বিজ বলে কি হইবে বলিলে তোমায় ।
ফকির বলিল দ্বিজ ক্ষতি কিবা তায় ॥
দ্বিজ বলে নিত্য আমি ভিক্ষা মেগে খাই ।
আজ না মিলিল ভিক্ষা কাঁদিতেছি তাই ॥
ফকির কহিল দ্বিজ যাও নিজ ঘরে ।
দুঃখ দূরে যাবে তুমি পূজ সত্যপীরে ॥
ব্রাহ্মণ বলিল পূজি দেব নারায়ণ ।
করিব না তাহা ভিন্ন য়েচ্ছ আচরণ ॥

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী

হাসিয়া ফকির বলে শুন দ্বিজবর ।
 পুরাণ কোরাণে কিছু নাহি মতান্তর ॥
 রাম ও রহিমে কভু নাহি ভেদাভেদ ।
 ত্রিভুবনে এই দুই জানিবে অভেদ ॥
 এতেক বলিয়া মূর্তি ধরেন অশেষ ।
 সহসা ফকির ধরে ব্রাহ্মণের বেশ ॥
 অতঃপর বলে আমি সত্যনারায়ণ ।
 আমারে পূজিলে হয় দুঃখ বিমোচন ॥
 ভক্তিভরে পূজা কর দুঃখ হবে নাশ ।
 অভক্তি করিলে তার হয় সর্বনাশ ॥
 দ্বিজ বলে তুমি যদি দেব নারায়ণ ।
 তব রূপ দেখাইলে প্রীত হবে মন ॥
 ইহা শুনি চতুর্ভূজ হ'ন জগন্নাথ ।
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি হাত ॥
 অতি তেজোময় মূর্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণ ।
 ধরণী লুটায় ধরে যুগল চরণ ॥
 দেখিতে দেখিতে পুনঃ ফকির হইল ।
 তাহা দেখি দ্বিজবর আশ্চর্য মানিল ॥
 হাসিয়া ফকির তবে কহিল ব্রাহ্মণে ।
 ধরাধামে অবতীর্ণ জীবের কারণে ॥
 যাগযজ্ঞ ক্রিয়াহীন এই কলিকাল ।
 আমার পূজায় নাহি কিছুই জঞ্জাল ॥
 ব্রাহ্মণ বলেন প্রভু পূজিব তোমায় ।
 পূজার পদ্ধতি বল ধরি তব পায় ॥
 ফকির কহিল শুন ওহে দ্বিজবর ।
 যেরূপে করিবে পূজা কহি অতঃপর ॥

কাষ্ঠাসনে শুদ্ধ বস্ত্র করি আচ্ছাদন ।
 চারি পাশে পুষ্পমালা করিবে রচন ॥
 রাখিবে গুবাক পান তাহার উপরে ।
 ধূপদীপ নৈবেদ্যাদি সব থরে থরে ॥
 যতন করিয়া সব উপচার দিবে ।
 গুড় ছন্ধ আটা লয়ে তাহাতে মিশাবে ॥
 যত্ন করি এই সব পূজা আয়োজন ।
 ভক্তিতে বসিবে যত মম ভক্তগণ ॥
 পূজিবে বিশুদ্ধ হয়ে শাস্ত্রের বিধানে ।
 পূজা শেষে ব্রতকথা শুনিবে যতনে ॥
 সত্যপীর বলি সবে মাথে দিবে হাত ।
 নারায়ণ বলিয়া করিবে প্রণিপাত ॥
 প্রসাদ লইবে পরে এই ত বিধান ।
 এতেক বলিয়া হরি হৈল অন্তর্ধান ॥
 নারায়ণ বাক্যে হয়ে আনন্দিত মন ।
 পুনরায় যায় দ্বিজ ভিক্ষার কারণ ॥
 পাঁচবাড়ী গিয়া দ্বিজ বহু ভিক্ষা পেল ।
 গৃহে ফিরে ব্রাহ্মণীকে সকলি বলিল ॥
 ভিক্ষার সামগ্রী লয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।
 ভক্তিভরে করে পূজা সত্যনারায়ণ ॥
 প্রতি পূর্ণিমায় পূজা করিতে লাগিল ।
 গৃহ তার ধন-ধাত্তে পরিপূর্ণ হ'ল ॥
 অট্টালিকা দাস-দাসী রাজতুল্য হয় ।
 দেখিয়া সকল লোক মানিল বিস্ময় ॥
 একদিন মিলি সব কাঠুরিয়াগণে ।
 তৃষ্ণার্ত হইয়া যায় দ্বিজের ভবনে ॥

কাষ্ঠাসনে শুদ্ধ বস্ত্র করি আচ্ছাদন ।
 চারি পাশে পুষ্পমালা করিবে রচন ॥
 রাখিবে গুবাক পান তাহার উপরে ।
 ধূপদীপ নৈবেদ্যাদি সব থরে থরে ॥
 যতন করিয়া সব উপচার দিবে ।
 গুড় দুগ্ধ আটা লয়ে তাহাতে মিশাবে ॥
 যত্ন করি এই সব পূজা আয়োজন ।
 ভক্তিতে বসিবে যত মম ভক্তগণ ॥
 পূজিবে বিশুদ্ধ হয়ে শাস্ত্রের বিধানে ।
 পূজা শেষে ব্রতকথা শুনিবে যতনে ॥
 সত্যপীর বলি সবে মাথে দিবে হাত ।
 নারায়ণ বলিয়া করিবে প্রণিপাত ॥
 প্রসাদ লইবে পরে এই ত বিধান ।
 এতেক বলিয়া হরি হৈল অন্তর্ধান ॥
 নারায়ণ বাক্যে হয়ে আনন্দিত মন ।
 পুনরায় যায় দ্বিজ ভিক্ষার কারণ ॥
 পাঁচবাড়ী গিয়া দ্বিজ বহু ভিক্ষা পেল ।
 গৃহে ফিরে ব্রাহ্মণীকে সকলি বলিল ॥
 ভিক্ষার সামগ্রী লয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।
 ভক্তিভরে করে পূজা সত্যনারায়ণ ॥
 প্রতি পূর্ণিমায় পূজা করিতে লাগিল ।
 গৃহ তার ধন-ধান্তে পরিপূর্ণ হ'ল ॥
 অট্টালিকা দাস-দাসী রাজতুল্য হয় ।
 দেখিয়া সকল লোক মানিল বিস্ময় ॥
 একদিন মিলি সব কাঠুরিয়াগণে ।
 তৃষার্ত হইয়া যায় দ্বিজের ভবনে ॥

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী

দ্বিজের গৃহেতে আসি কাঠুরিয়াগণ ।
 ঐশ্বর্য দেখিয়া সবে বিস্ময়ে মগন ॥
 করযোড়ে দ্বিজে তারা জিজ্ঞাসা করিল ।
 কাঠুরিয়াগণে দ্বিজ সকলি বলিল ॥
 শুনি কাঠুরিয়াগণ গৃহেতে ফিরিল ।
 ভক্তিভরে সত্যদেবে পূজিতে লাগিল ॥
 কাঠুরিয়াগণ পূজে প্রতি পূর্ণিমায় ।
 সদানন্দ সদাগর সেই পথে যায় ॥
 পূজা দেখি সদানন্দ বিস্মিত হইল ।
 কার পূজা কর সবে জিজ্ঞাসা করিল ॥
 কাঠুরিয়া বলে পূজি সত্যনারায়ণ ।
 যাহার কৃপায় হয় মানস পূরণ ॥
 সাধু বলে প্রয়োজন নাহি অন্য ধনে ।
 কন্যা নাই ছুঃখ তাই সদা হয় মনে ॥
 যতপি আমার এক জনমে তনয়া ।
 হাজার টাকার সিন্ধি মাগিনু যাচিয়া ॥
 এত বলি গেল সাধু অঙ্গীকার করি ।
 যথাকালে জন্মে কন্যা পরমা সুন্দরী ॥
 সিন্ধির মানত কথা সাধু যে ভুলিল ।
 যথাকালে কন্যাটির বিবাহ দানিল ॥
 কিছুদিন পরে সাধু লয়ে জামাতায় ।
 পুতুরী সাজাইয়া বাণিজ্যেতে যায় ॥

ত্রিপদী । দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য কারণে,
জামাতা সহিত গেল ।
ভেটি নানারূপে, কলানিধি ভূপে,
বিকিকিনি আরস্তিল ॥

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী

চামর চন্দন, আদি নানা ধন,
বদলে রাজার সনে ।
তথা পায় ভূষা, ভূপে দিল বাসা
পীরের দুঃখ উঠে মনে ॥
সুচতুর পীর, রোষে নৃপতির,
কোষে করাইল চুরি ।
রাজধন লৈয়া, রাত্রিতে বাঁধিয়া,
পুরিল সাধুর তরি ॥
নায়ে রাজমাল দেখিয়া কোটাল,
যুগল সাধুরে ধরে ।
রাজার আজ্ঞায়, ধরি ছ'জনায়,
রাখিল মশান ঘরে ॥

পয়ার। হেথায় সাধুর পত্নী আর তার স্ত্রী ।
পতির বিলম্ব দেখি মহা শোকযুতা ॥
যাহা ছিল সব গেল পড়িল কষ্টেতে ।
দাসীবৃত্তি করে দৌহে পরের গৃহেতে ॥
একদিন সাধু কন্যা দ্বিজ গৃহে গেল ।
সত্যনারায়ণ পূজা দেখিতে পাইল ॥
মানত করিল কন্যা অতি ভক্তিভরে ।
পতি পিতা ফিরে যদি পূজি সত্যপীরে ॥
ভক্তি দেখি সত্যপীর করুণা করিল ।
স্বপ্নে দেখা দিয়া নৃপে বলিতে লাগিল ॥
শুন রাজা মহাতেজা আমার বচন ।
কলিকালে পূজ্য আমি সত্যনারায়ণ ॥
সদাগর দুইজন শৃগুর জামাই ।
বিনা দোষে বন্দী আছে তোমারে জানাই ॥

রজনী প্রভাত হলে দুই সদাগরে ।
 দশগুণ ধন দিয়া তুষিবে আদরে ॥
 এত বলি ধরিলেন মোহন মূরতি ।
 নিদ্রাভঙ্গে তাড়াতাড়ি উঠিল ভূপতি ॥
 প্রভাতে উঠিয়া রাজা পাত্র-মিত্র সনে ।
 কারাগার হৈতে মুক্ত করে দুইজনে ॥
 ফিরাইয়া দিল রাজা যাহা নিয়েছিল ।
 সেই সঙ্গে দশগুণ আরো ধন দিল ॥
 ধন-রত্ন লয়ে সাধু আনন্দ অন্তরে ।
 জামাতা সহিত আসে নৌকার উপরে ॥
 আনন্দিত মাঝিগণ তরী বেয়ে যায় ।
 ছল করি সত্যদেব ঘাটে বসি রয় ॥
 সত্যদেব বলে সাধু ভিক্ষা মেগে খাই ।
 সন্ন্যাসীকে কিছু দিয়া যাও তরী বাই ॥
 সাধু বলে লতাপাতা লয়ে যাই সবে ।
 সন্ন্যাসী ক্রোধেতে বলে তাই হোক তবে ॥
 কিছুদূর গিয়া দেখে শ্বশুর জামাই ।
 তরীতে লতা-পাতা ভিন্ন কিছু নাই ॥
 মাথে হাত দিয়া সাধু করিছে ক্রন্দন ।
 জামাতা আসিয়া বলে শ্বশুরে তখন ॥
 ঘাটেতে বসিয়া সাধু ভিক্ষা চেয়েছিল ।
 না দিয়া তাহারে ভিক্ষা এমন হইল ॥
 এত শুনি সদাগর ফিরাইল তরী ।
 পুনঃ সেই ঘাটে গেল গলে বস্ত্র করি ॥
 নয়ন মুদিয়া সাধু-ধ্যানমগ্ন ছিল ।
 শ্বশুর জামাতা গিয়া চরণে পড়িল ॥

স্তুতি করে সদাগর চরণ ধরিয়া ।
 অপরাধ ক্ষম প্রভু দীনে কর দয়া ॥
 সাধু বলে কণ্ঠা লাগি সিনি মেনেছিলে ।
 ধনমদে মত্ত হয়ে সে কথা ভুলিলে ॥
 আমি সত্যনারায়ণ ভুলিয়াছ পূজা ।
 তাই বারোবর্ষ হলো কারাগারে সাজা ॥
 এত বলি সত্যপীর দয়াবান হয়ে ।
 ধনে পূর্ণ করে তরী রোষ তেয়গিয়ে ॥
 অতঃপর সত্যদেব অন্তর্ধান হৈল ।
 জামাতারে লয়ে সাধু তরীতে উঠিল ॥
 ধন পূর্ণ সপ্ত তরী দেখি সদাগর ।
 সিনির মানত করে আনন্দ অন্তর ॥
 তারপর তরী বাহি দেশোতে ফিরিল ।
 সদাগর গৃহে দূত সংবাদ দানিল ॥
 সেইকালে সিনি দিয়া সাধুর নন্দিনী ।
 খেতেছিল সিনি ফেলে চলিল তখনি ॥
 পতি প্রতি সতী ধায় পিছে ধায় মা ।
 গায়ের গরবে ভূমে নাহি পড়ে পা ॥
 প্রসাদ ফেলিতে হৈল পীরের পূর্ণ কোপ ।
 দর্পচূর্ণ অবলার অহঙ্কার লোপ ॥
 সত্ত্ব দিল প্রতিফল দেখে গিয়া সতী ।
 বাপ বন্ধু ঘাটে কাঁদে ডুবে মরে পতি ॥
 হায় হায় একি হলো সর্বলোক বলে ।
 মায়ে বিয়ে মূর্ছিতা পড়িল ভূমিতলে ॥

ত্রিপদী । ধরিয়া মায়ের গলা, কান্দে কণ্ঠা চন্দ্রকলা,

স্বামীশোকে হইয়া কাতর ।

ম্লান হৈল মুখশশী, মনোরমা যুক্তাকেশী,

সম্বরিল অঙ্গের অম্বর ॥

হাহাকার করে মুখে, চাপড় মারয়ে বুক,

কপালেতে কঙ্কণ আঘাত ।

ধৈরজ ধরিতে নারে, কেঁদে কহে উচ্চস্বরে,

কোথা গুগো গেলে প্রাণনাথ ॥

হায় একি অকস্মাৎ, কোথা গেলে প্রাণনাথ,

একবার দাও দরশন ।

না দেখিয়া তব মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,

অভাগীরে সঙ্গে করি লন ॥

দেশে এলে কতদিনে, বড় সাধ ছিল মনে,

আঁখি ভরি দেখিব তোমারে ।

তাহাতে দারুণ বিধি, হরিল প্রাণের নিধি,

বড় শেল রহিল অন্তরে ॥

পতির মরণে যেন, রতির বিষাদ হেন,

কাঁদে কণ্ঠা করিয়া বিলাপ ।

মায়ের বিদরে বুক, বাপে দশগুণ দুঃখ,

সবে কাঁদে করি মনস্তাপ ॥

সদাগর কর যুড়ি, বিষম সঙ্কটে পড়ি,

চিন্তা করে পীরের চরণ ।

করিল অনেক স্তুতি, না পাইল অব্যাহতি,

মরিতে চলিল তিনজন ॥

ঝাঁপ দিতে যায় জলে, পীর আসি হেনকালে,
 বৃদ্ধ বিপ্রবেশে তারে কয় ।
 তোমার জামাতা বটে, ডুবিয়াছে এই ঘাটে,
 মরে নাই মোর মনে লয় ॥
 আমি যে জ্যোতিষী বড়, গণে পড়ে করি দৃঢ়,
 এই কর্মে পাকালাম দাড়ি ।
 ওহে সাধু এই ঘাটে, ডুবিয়াছে তরী বটে,
 দেবদ্বারে দেখি বড় দড়ি ॥
 ওই যে তোমার কন্যা, রূপে গুণে মহাধন্য,
 বয়োধর্মে বুদ্ধি নহে ভাল ।
 পীরের প্রসাদ ফেলে, তাড়াতাড়ি এলে চলে,
 সেই অপরাধে এত হৈল ॥
 শুনিয়া বিপ্রে'র কথা, সাধু পায় মনে ব্যথা,
 ক্রোধভরে চাহে কন্যাপানে ।
 কন্যা বলে সত্য বটে, মায়ে ঝিয়ে করপুটে,
 কেঁদে পড়ে বিপ্রে'র চরণে ॥
 বিপ্র বলে সে কন্যারে, ফিরে যাও ত্বর করে,
 সিরনী ফেলেছ যেই স্থানে ।
 শীঘ্র করি সেথা যাও সেই সিন্ধী তুলে খাও,
 প্রণমিয়া পীরের চরণে ॥
 বিপ্রে'র আদেশ শুনি, দ্রুতগতি যায় ধনি,
 যেই স্থানে সিন্ধী ফেলেছিল ।
 গলে বস্ত্র দিয়া সতী গিয়া সেথা দ্রুতগতি,
 সিন্ধি দেখি প্রণাম করিল ॥
 ভক্তিভরে প্রণমিয়া, সত্যপীরে জয় দিয়া,
 চেটে সিন্ধি খাইল সুন্দরী ।
 সিন্ধি চেটে খায় সেথা, পীরের প্রতাপে হেথা,
 ভেসে ওঠে পতি সহ তরী ॥

দেখিয়া বিস্মিত লোক ঘুচিল দারুণ শোক,
 দেখে সাধু দ্বিজ নাহি কাছে ।
 বুঝি মায়া সদানন্দ, ভাবে পীর পদদম্ব,
 আনন্দেতে সুখী হয়ে নাচে ॥
 মাঝি মাঝা যত ছিল, সকলে আশ্চর্য হৈল,
 সবে দেয় পীর জয়ধ্বনি ।
 সাধু কঁাদে নারায়ণ দেহ মোরে দরশন,
 অকস্মাৎ হয় দৈববাণী ॥
 ওহে সাধু সদাগর, ত্বরা করি যাহ ঘর,
 সত্যদেবে করহ পূজন ।
 সর্ববিঘ্ন দূরে যাবে, মনোআশা পূর্ণ হবে,
 একমনে ডাক নারায়ণ ॥
 মায়ে ঝিয়ে চন্দ্রকলা, ডিঙ্গা মঙ্গলিতে গেলা,
 আগে পিছে শত সীমন্তিনী ।
 আনন্দের নাহি ওর, শঙ্খ ঘণ্টা ঘনঘোর,
 হুলাহুলি আর জয়ধ্বনি ॥
 শ্বশুর জামাতা সঙ্গে, পাত্রমিত্র লয়ে রঙ্গে,
 শুভক্ষণে অন্তঃপুরে যায় ।
 নায়েব নফর যত, সবে হয়ে আনন্দিত,
 বাণিজ্যের দ্রব্য বহে করিয়া মাথায় ॥
 সাধু আনন্দিত মনে, দীন ছুখী ও ব্রাহ্মণে,
 নিমন্ত্রিয়া গৃহেতে আনিল ।
 অন্ন বস্ত্র আদি ধন, সবারে করি যতন,
 খুশী হয়ে সবারে দানিল ॥
 তারপর খুশী হয়ে, সওয়া সের স্বর্ণ দিয়ে
 সত্যপীরে করিল সিরনী ।
 স্বপ্নে তারে দেখা দিয়ে, সত্যপীর বলে গিয়ে ।
 শুন সাধু যাহা বলি আমি ॥

সোনার সিরনী করে, পূজা কর তুমি মোরে,
ইহাতে সন্তুষ্ট নহি আমি ॥

আটা গুড় রস্তা দিবে, সিরনী প্রস্তুত হবে,
ভক্তিভরে করিবে পূজন ।

সন্তুষ্ট হইব আমি, শুন সদাগর তুমি,
তাতে হবে অভীষ্ট পূরণ ॥

শুনি সাধু খুশী হয়ে আপন বান্ধব লয়ে,
পূজা কৈল সত্যনারায়ণ ।

পূর্ণ হৈল মনোরথ, পীর গ্রীতে সাধু স্মৃত,
খয়রাত করিল নানা ধন ॥

লীলা দেখি লোক যত, সাধু সঙ্গে অবিরত,
পূজা করে সত্যনারায়ণ ।

রাজতুল্য ধনে জনে, বাড়িলেক অল্পদিনে,
পরলোকে বৈকুণ্ঠে গমন ॥

একথা শ্রবণকালে, যেবা অন্যকথা বলে,
আর যেবা করে উপহাস ।

লাঞ্ছিত সে সর্বঠাই, তাহা নিকৃতি নাই,
অকস্মাৎ হয় সর্বনাশ ॥

সিনি দিয়া শুদ্ধভাবে পূজিলে বাঞ্ছিত পাবে,
পুত্র দারা হস্তী ঘোড়া দোলা ।

ভণে দ্বিজ রামেশ্বর, শুদ্ধভাবে শুন নর,
শুন প্রভুর অষ্টমঙ্গলা ॥

পয়ার । কলিতে প্রথম তত্ত্ব ফকিরত্ব কায়া ।

দ্বিতীয়ে দরিদ্র দ্বিজে দিলে পদছায়া ॥

তৃতীয়ে ত্রিবিধ লোকে করিলে নিস্তার ।

চতুর্থে উৎকট কষ্ট নষ্ট কাঠুরার ॥

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী

কত্না হেতু মাননে পঞ্চমে পরাংপর ।
 সদানন্দ সাধুরে সঙ্কটে দিলা বর ॥
 বিস্মরণে প্রতিফল বন্ধন বিদেশে ।
 ষষ্ঠে তুষ্ট হয়ে দুঃখ দূর কৈলে শেষে ॥
 সপ্তমেতে সদানন্দ সনে বিড়ম্বন ।
 অষ্টমেতে অবলার অহঙ্কার বিমোচন ॥
 পুত্রার্থীরে পুত্র দিলে ধনার্থীরে ধন ।
 দয়ার্থী সদাই সেবে তোমার চরণ ॥
 তুমি প্রভু দয়াসিন্ধু করুণা সাগর ।
 কি বলিতে পারি প্রভু আমি তুচ্ছ নর ॥
 আপনি রচিলে প্রভু আপন কীর্তন ।
 ক্ষমা কর দোষ মম চরণে শরণ ॥
 নায়কে কল্যাণ কর গায়কে সুস্বর ।
 আসর সহিত সত্যপীর দেহ বর ॥
 অবশ্য দক্ষিণা দিবে না হবে কাতর ।
 তবে দয়া কবিবেন পীর পয়গম্বর ॥
 দেবের দক্ষিণা দেখ ব্রাহ্মণের হয় ।
 ব্যাসাদি বাল্মীকি মুনিগণ ইহা কয় ॥
 পাঠ ভোগ পাঠক পূজকে যাহা দেনা ।
 যতেকের ভোগ তার চৌথাই দক্ষিণা ॥
 গ্রন্থ সাজ হৈল বিরচিল দ্বিজ রাম ।
 হরি হরি বল সবে মুরজা সেলাম ॥

ইতি ৮রামেশ্বর ভট্টাচার্য বিরচিত শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী সমাপ্ত ।

প্রকাশক : নারায়ণ বসাক, ৩/২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
 মুদ্রাকর : গৌরী জানা, কে. পি. প্রিন্টার্স, ২বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট কলি:-৬